গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নীলফামারী জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমানক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৩-১৫
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৯

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে আসছে। নীলফামারী জেলার পৌর ও পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নীলফামারী এর উপর ন্যস্ত। উপজেলায় ইউনিট সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ০৩ (তিন)অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ৫১৪৬ টি পানির উৎস স্থাপন, পাবলিক টয়লেট ও হাইজিন সুবিধা নির্মাণ ১১ টি, হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন ০৯ টি, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ১০ টি এবং ৫১৪৬ টি নলকূপ স্থাপনের পানি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত প্রতি ১০ টি পরিবারের জন্য ০১ টি করে সরকারী নিরাপদ খাবার পানি উৎস স্থাপন এবং ১০০% (শতভাগ) স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন। নীলফামারী জেলা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরু প্রবনতা দেখা দেয়ায় দিন দিন পানির স্তর নিম্নগামী হচ্ছে। তাই এই জেলায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান। অন্য দিকে অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারীতা বৃদ্ধিকরণও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা মনিটরিং ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। তদুপরি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় অপ্রতুল জনবল ও বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীত করণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

- পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা- ৫০০ টি
- পানির গুনগতমান নিশ্চিকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা- ৫০০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নীলফামারী জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: